যুগান্তর

তারিখ ... 27 JUN 2013 ...
পৃষ্ঠা ... ২, ১ ... কলাম ...

দুর্নীতির আখড়া জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

কলেজ অধিভুক্তিতে ব্যাপক অনিয়ম

মুশতাক আহমদ

কেউ বলেন জাপান আবার কেউ বলেন কুয়েত শাখা। এ দুটি দেশের মুদ্রাদৃশ্য বা সাধারণের আয়-রোজগারের মতোই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি শাখার কতিপয় কর্মকর্তা-কর্মচারীর আয়-উপার্জন। ওই শাখার নাম 'বিশেষ শাখা'। অবৈধ এ শাখাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ পরিদর্শন বিভাগে গড়িয়ে উঠেছে প্রায় চার বছর আগে; যেখানে সংশ্লিষ্ট কয়েকজন কর্মকর্তা-কর্মচারীর হাতে-নগদে ছাড়াও ফ্রিজ, টিভি, কম্পিউটার, ল্যাপটপ, বড় বড় মাছসহ নানা ধরনের উপঢৌকন ছাড়া কাজ হয় না বলে জোরালো অভিযোগ রয়েছে। আর এ জন্যই লোকমুখে ওই শাখার নামকরণের ভিন্নতা।

সংশ্লিষ্টরা জানান, বিগত পাঁচ বছরে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রায় সাড়ে ৭শ' কলেজ অধিভুক্তি দিয়েছে। অভিযোগ রয়েছে, নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা না করে যত্রতত্র এসব কলেজ প্রতিষ্ঠার বা অনার্স ও ডিগ্রি (পাস কোর্স) খোলার অনুমতি দেয়া হয়। আর এসব অধিভুক্তি-অনুমতি মিলেছে উল্লিখিত বিশেষ শাখার মাধ্যমে। সংশ্লিষ্টরা জানান, এ শাখার কর্মকর্তারা আকণ্ঠ দুর্নীতিতে নিমজ্জিত। উদ্ভূত

শাখা : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৪

শাখা : পারদর্শন

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

পরিস্থিতিতে সংশ্লিষ্টদের সম্পদের হিসাব তলবের দাবি উঠেছে। অনুসন্ধানে জানা গেছে, লাগামহীনভাবে রাতারাতি স্নাতক পর্যায়ের কলেজ গজানোর ফলে সরকারের বিশেষ করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কোটি কোটি টাকা ব্যয় বেড়েছে কেবল শিক্ষক-কর্মচারীর বেতন-ভাতা তথা এমপিও দেয়ার কারণে। মন্ত্রণালয়ের এক হিসাবে দেখা গেছে, বছরে অন্তত ৮শ' কোটি টাকাই সরকারের গচ্চা যাচ্ছে এমন সব অবৈধ কলেজ সৃষ্টির কারণে। জানা গেছে, ১৯৯২ সাল থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত অধিভুক্ত কলেজগুলোকে জেলাভিত্তিক বিভিন্ন অঞ্চলে ভাগ করে কলেজের পরিদর্শন শাখার কার্যক্রম পরিচালনা করা হতো। আর এখন তা করা হচ্ছে মাত্র একটি 'বিশেষ শাখা'র মাধ্যমে। এ অবস্থায় প্রশ্ন উঠেছে, ২০০৯ সাল পর্যন্ত ২ হাজার কলেজকে জেলাভিত্তিক ৬টি অঞ্চলে ভাগ করেও যেখানে কাজকর্ম যথাসময়ে সম্পাদন করতে হিমশিম খেতে হয়েছে, সেখানে প্রায় ২৭শ' কলেজের অধিকাংশ কাজ কিভাবে সম্পাদন করছে।

এর আগে অঞ্চলভিত্তিক উপ-পরিদর্শক, সহকারী পরিদর্শক ও সেকশন অফিসাররা কাজ করতেন। ২০০৯ সালের শেষদিকে তৎকালীন কর্তৃপক্ষ একযোগে কলেজ পরিদর্শন শাখার সব উপ-পরিদর্শক সহকারী কলেজ পরিদর্শক ও অধিকাংশ সেকশন অফিসারকে বদলি করে এবং তিনজন উপ-পরিদর্শককে দায়িত্ব দেয়া হয়। একই সময়ে ৬টি অঞ্চলের পরিবর্তে গঠন করা হয় 'বিশেষ শাখা'। পরবর্তীতে বদলি এবং পদোন্নতি পেয়ে ছয়জন উপ-পরিদর্শক কাজবিহীনভাবে কর্মরত রয়েছেন। বর্তমানে কোন কলেজ কোন আবেদন জমা দিলে তা ডেসপাস গ্রহণ করে কলেজ পরিদর্শকের কাছে পাঠায়। কলেজ পরিদর্শক মর্জি মাফিক তার আস্থাভাজন উপ-পরিদর্শককে চিঠি এবং ফাইলটি প্রেরণ করেন। উপ-পরিদর্শক, সহকারী পরিদর্শক ও সেকশন অফিসার শুধু আবেদনের বিষয়টি নথিভুক্ত করে কোন রকম প্রস্তাব বা সিদ্ধান্ত ছাড়াই কলেজ পরিদর্শকের কাছে প্রেরণ করেন। কলেজ পরিদর্শক নবগঠিত 'বিশেষ শাখা'য় তা প্রেরণ করেন। এই বিশেষ শাখা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন ও অর্গানোগ্রাম-বহির্ভূত।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় যেসব কলেজ দেখভাল করে, সেগুলোর মধ্যে সরকারি কলেজে শিক্ষক নিয়োগ দেয় সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)। একাডেমিক দিক দেখে বিশ্ববিদ্যালয়। আর এদের বদলি, পদোন্নতি, বেতন-ভাতা দেয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়। একইভাবে বেসরকারি কলেজগুলোতে কলেজ কর্তৃপক্ষের গঠিত কমিটি শিক্ষক নিয়োগ দেয়। বাকি কাজ করে মন্ত্রণালয়। সনাতনী অনার্স আর ডিগ্রি পাস প্রোগ্রামের বাইরে বিশেষায়িত বা প্রফেশনাল কলেজ রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে। এসব কলেজের প্রায় সবগুলোরই লেখাপড়ার মান নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। কিন্তু এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে করুণ অবস্থা প্রফেশনাল কলেজ নিয়ে। লেখাপড়ার মান খারাপ হওয়ার কারণে কয়েক বছর আগে ১৩৮টি বিএড-এমএড কলেজের বেশির ভাগই মন্ত্রণালয় কেবল বন্ধের নির্দেশ দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, এইসব প্রতিষ্ঠানের বাইরে সরকারি শিক্ষক-প্রশিক্ষণ কলেজ (টিটিসি) থেকে বিএড-এমএড ডিগ্রি সম্পাদনে বাধ্যবাধকতা ও কড়াকড়ি আরোপ করে।

জানা গেছে, প্রতিষ্ঠান অধিভুক্তির ক্ষেত্রে শিক্ষক-শিক্ষার্থী সংখ্যা, তিন বছরের ফলাফল, অবকাঠামো, লাইব্রেরি ও বই ইত্যাদি অত্যাবশ্যকীয় শর্ত পূরণ করতে হয়। কিন্তু অধিভুক্তি দেয়া সাড়ে ৭শ' কলেজের বেশির ভাগের ক্ষেত্রেই তা পূরণ করা হয়নি। বরং কোনটা রাজনৈতিক বিবেচনায় আবার কোনগুলো বিশেষভাবে 'ম্যানেজ' হয়ে অধিভুক্তি নেয়ার অভিযোগ রয়েছে। আবার শর্তসাপেক্ষে অনুমোদনের পর কলেজগুলোকে মনিটরিং ও অধিভুক্তি নবায়নের নিয়ম রয়েছে। এক্ষেত্রে একবার অধিভুক্তির পর দ্বিতীয়বার কোন কলেজ পরিদর্শনের নজির নেই বললেই চলে। আর এভাবে সঠিক মনিটরিংয়ের অভাবে অধিকাংশ কলেজ ইচ্ছামতো চলছে। ফলে উচ্চশিক্ষার মানের ওপর ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে।

ভুক্তভোগীরা জানান, আগে যেখানে সর্বোচ্চ এক মাসের মধ্যে কাজ সুরাহা হতো, এখন সেখানে ৫-৬ মাস লেগে যাওয়ার দৃষ্টান্ত অহরহ। সংশ্লিষ্ট কয়েকজন কর্মকর্তার হাতে কাজ জিম্মি। তাদের খুশি না করলে সেখানে ফাইল নড়ে না। এমনকি বিভিন্ন অনুমোদন এবং নির্দেশনার চিঠি পর্যন্ত কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে না কখনো পৌঁছে না। অভ্যন্তরীণ একাধিক সূত্র জানিয়েছে, মন্ত্রণালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সমন্বয়ের অভাবে বিএড, বিপিএডসহ এ ধরনের কলেজগুলো মামলা মোকদ্দমা এবং নানা হয়রানির শিকার হচ্ছে। সঠিকভাবে এবং সময়মতো কাজ না করার কারণে এবং নীতিমালা বাস্তবায়ন না করায় কেবল কলেজ পরিদর্শন শাখাতেই দুই শতাধিক মামলা রয়েছে।

কলেজ শাখার সিন্ডিকেট : কলেজ শাখার প্রধান হিসেবে রয়েছেন কলেজ পরিদর্শক (ভারপ্রাপ্ত) ড. আনোয়ার হোসেন। কিন্তু তিনি অনেকটা পুতুলের মতো; তার কাজ শুধু স্বাক্ষর করা। বিশেষ শাখা থেকে সংশ্লিষ্ট নথিতে প্রস্তাব দিয়ে সিদ্ধান্ত চাওয়া হয়। এর আলোকেই পরিদর্শক সিদ্ধান্ত প্রদান করেন। অবৈধ ওই বিশেষ শাখায় বিশেষ করে পরিদর্শকের ওপর প্রভাব বিস্তার করে রয়েছেন জনৈক আজম বেগ (শাখার প্রধান), রতন কুমার রায়, তমাল ও আবদুল হামিদ মোল্লা। এ শাখার সাবেক কর্মকর্তা হওয়া সত্ত্বেও কাজী নাসিরউদ্দিনও প্রভাব বিস্তার করে থাকেন বলে অভিযোগ রয়েছে। সমস্যার সমাধান দিতে খোদ কলেজ শিক্ষক ও অধ্যক্ষরা পদে পদে হয়রানির শিকার হওয়ায় ৬টি আঞ্চলিক শাখা ভেঙে দিয়ে আইনবহির্ভূত বিশেষ শাখা খোলার উদ্দেশ্য নিয়েই প্রশ্ন উঠেছে।

বাকিদের কাজ নেই : কলেজ পরিদর্শন শাখায় অর্ধশতাধিক কর্মকর্তা-কর্মচারী রয়েছে। কিন্তু বেশির ভাগ কাজই এই বিশেষ শাখার অধীনে। শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রার্থীদের বা কলেজের পছন্দসই বিষয় বিশেষজ্ঞ প্রদান, কোর্স ও বিষয় অধিভুক্তি, গভর্নিং বডি গঠন, তদন্ত কমিটি গঠন ও কমিটির রিপোর্ট বাস্তবায়ন, পরিদর্শন টিম গঠন, অনার্সের অনুমোদন এসবই হচ্ছে এই বিশেষ শাখার মাধ্যমে। দফতরের অন্যান্য প্রায় অর্ধশত কর্মকর্তা-কর্মচারীকে নবায়নের ফাইল ছাড়া অন্য কোন ফাইলের কাজ দেয়া হয় না। ফলে এক প্রকার অলসভাবেই তাদের সময় কাটে। অর্থ ও হিসাব শাখার এক সূত্রে জানা যায়, একজন কর্মকর্তা বিগত অধিভুক্তি কমিটির সভার আগে ২৮টি কলেজ পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন রিপোর্ট অতীতে অধিভুক্তি কমিটির সভায় পেশ করা হতো। রিপোর্টটি পর্যালোচনা করে কমিটির সিদ্ধান্ত গৃহীত হতো। কিন্তু বর্তমানে রিপোর্ট পেশ না করে বিশেষ শাখার ব্যক্তিরা নিজেদের মতো সারাংশ তৈরি করে কমিটির সদস্যদের অন্ধকারে রেখেই তা সভায় পেশ করেন, এর ভিত্তিতেই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পুরো রিপোর্ট দেখা বা পর্যালোচনা করা হয় না। এতে করে 'ইতিবাচক' রিপোর্ট 'নেতিবাচক' আর নেতিবাচক রিপোর্ট 'ইতিবাচক' হয়ে যায়! ফলে যত্রতত্র ডিগ্রি, অনার্স, মাস্টার্স, বিবিএ, এমবিএ, বিএড, এমএড, এলএলবি এবং ফ্যাশন ডিজাইন ও টেকনোলজিসহ বিভিন্ন কোর্স চাহিদা অনুযায়ী মানের দিকে লক্ষ্য না রেখে উপহার-উপঢৌকন এবং হাদিয়ার মানদণ্ডে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অনুমোদন পেয়ে যায়।

গত ৬ মার্চ যোগদান করা নতুন ভিসি অধ্যাপক ড. হারুন অর রশিদের আমলে অবশ্য এ ধরনের একটি প্রচেষ্টা মাঠে মারা যায়। জানা গেছে, বরিশাল ও রংপুর বিভাগের তিনটি কলেজ অনুমোদন করাতে গিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা পরিদর্শন রিপোর্ট ছাড়া ফাইল উত্থাপন করেন। পরে ভিসি পরিদর্শন রিপোর্ট তলব করলে ধরা পড়ে সংশ্লিষ্টরা। এরপর সংশ্লিষ্টদের শোকজ করা হয়।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১৩ সালের ডায়েরির হিসাব অনুযায়ী সারাদেশে বর্তমানে ২ হাজার ৬২৮টি কলেজ রয়েছে। সাবেক ভিসির আমলে চলতি বছর ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সর্বশেষ অধিভুক্ত কমিটির সভায় আরও ৭০টি কলেজের অনুমোদন দেয়া হয়। এর পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ২০০৮-০৯ সেশন থেকে ২০১২-১৩ সেশন পর্যন্ত গড়ে প্রত্যেক বছরে দেড় শতাধিক কলেজকে অনুমোদন দেয়া হয়েছে। সর্বশেষ বছরে যে কলেজগুলোর অনুমোদন দেয়া হয়েছে, সেসব কলেজের পরিদর্শন রিপোর্ট তলব করলে অনুমোদন পাওয়ার যোগ্য কলেজ কমই পাওয়া যাবে বলে জানান সংশ্লিষ্টরা।

সংশ্লিষ্টদের বক্তব্য : জানতে চাইলে কলেজ পরিদর্শক ড. আনোয়ার হোসেন বলেন, তার শাখা সম্পর্কে বাইরে যে কথা-বার্তা নেই তা বলা যাবে না। তবে আগের চেয়ে অনেক ভালো। ৬টি আঞ্চলিক শাখার মাধ্যমে কাজ হতো আগে। ওই ছয় শাখা নিজেদের ছয় অঞ্চলের জমিদার ভাবত। এ কারণে তা কার্যত রাখা হয়নি। বিশেষ শাখায় দুর্নীতি-অনিয়ম সম্পর্কে বলেন, তাদের ব্যাপারে কোন অভিযোগ তার জানা নেই। আর তারা কেবল নয়া অধিভুক্তির কাজ করে থাকে, অধিকাংশ কাজ নয়। রিপোর্ট উল্টিয়ে দুর্নীতির কারণে কয়েক জনকে শোকজের বিষয়টি স্বীকার করে তিনি বলেন, চারজনের বিরুদ্ধে এ ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল। তিনি অনেকটা পুতুলের মতো আছেন— এমন প্রশ্নের জবাবে বলেন, কথা সঠিক নয়। তিনিই চালাচ্ছেন শাখা। ভিসির আগে শাখায় তিনিই 'সিগনেটরি পারসন' (সিদ্ধান্তদাতা)। সাড়ে ৭শ' কলেজ অধিভুক্তি দেয়ার কথাটি অস্বীকার করে তিনি বলেন, তারা এসে ২৮৭টি অনার্স এবং ২৪২টি ডিগ্রি কলেজ অধিভুক্তি দিয়েছেন। অবশ্য এর বাইরে প্রফেশনাল কলেজ অধিভুক্তি এবং সর্বশেষ একটি মিটিংয়েই ৭০টি কলেজ অধিভুক্তির বিষয়টি তিনি এড়িয়ে যান। তিনি স্বীকার করেন, অনেক প্রতিষ্ঠান অধিভুক্তির শর্ত মানছে না। এক্ষেত্রে অবশ্য কলেজের অধিভুক্তি নবায়ন করা হয় না।

এ ব্যাপারে ভিসি অধ্যাপক ড. হারুন অর রশিদ বলেন, কলেজ শাখার ব্যাপারে বিভিন্ন কথা তিনি শুনেছেন। এ কারণে এখন কলেজ পরিদর্শনে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারি কলেজের শিক্ষকদের মতামতকে প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে। সম্প্রতি এক অনিয়মের কারণে চারজনকে শোকজের ঘটনা তিনিও স্বীকার করেন।